শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৪৪.১৯-৬৬৩

তারিখঃ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ ব.
১১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-৬০৫৫/২০১৯ মামলার বিষয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণসহ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: মাননীয় উচ্চ আদালত হতে প্রাপ্ত রিট পিটিশন নং-৬০৫৫/২০১৯ মামলার রুলনিশি ও আর্জির কপি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রের মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ আদালত হতে প্রাপ্ত রিট পিটিশন নং-৬০৫৫/২০১৯ মামলার বিবরণ নিম্নরূপ:

রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	মামলা দায়েরের কারণ/বিষয়
৬০৫৫/২০১৯	কাজী তাজুল ইসলাম, পিতা- মৃত. কাজী হারিস, গ্রাম- দক্ষিণ রাজাপুর (জোলাই), ডাকঘর- কমলপুর, উপজেলা- সদর দক্ষিণ, জেলা- কুমিল্লা।	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, ডিজি, ডিএমই ও আরো অন্যান্যসহ মোট ০৭ (সাত) জন।	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন জোলাই দারুল ইসলাম ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা'র অফিস সহকারী জনাব কাজী তাজুল ইসলাম এর কর্মকালীন সময়ে চাকুরী হতে বরখাস্ত হন। তার উক্ত বরখাস্তের বিষয়ে কুমিল্লা বিজ্ঞ সিনিয়র সহাকারী জজ আদালতে গভর্ণিং বডির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। উক্ত মামলাটি সোলেনামার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে কাজী তাজুল ইসলাম চাকুরীতে পুন:বহাল করা হয় এবং দুই মাসের বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেন। কিন্তু ২০০৫-২০১৪ সাল পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতাদি পাওয়ার জন্য পিটিশনার কর্তৃক ২৫/৩/১৪, ২৪/৩/১৫ ও ০১/৯/২০১৬ তারিখে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরারব আবেদন করা হয়। তাছাড়া উক্ত বকেয়া পাওয়ার জন্য ১৯/১/১৫ তারিখে ডিজি, মাউশিঅ বরারবও আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনসমূহের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় কাজী তাজুল ইসলাম, পিতা- মৃত. কাজী হারিস, গ্রাম- দক্ষিণ রাজাপুর (জোলাই), ডাকঘর- কমলপুর, উপজেলা- সদর দক্ষিণ, জেলা-কুমিল্লা কর্তৃক উক্ত বকেয়া প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদানের দাবীতে মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-৬০৫৫/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়।

০২। উল্লেখ্য গত ২৩/০৬/২০১৯ তারিখে মাননীয় আদালত কর্তৃক শুনানী শেষে পিটিশনার এর প্রাপ্য বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা কেন বেআইনী ঘোষনা করা হবেনা; সে মর্মে ২১/০৭/২০১৯ তারিখ অথবা উক্ত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানোর জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

০৩। উপরিউক্ত নির্দেশনামতে মহামান্য হাইকোর্টে সরকার পক্ষে জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিল করা হয়েছে কিনা? না হয়ে থাকলে মহামান্য হাইকোর্টে সরকার পক্ষে জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিলক্রমে এ বিভাগকে অবহিত করা আবশ্যক।

০৪। এমতাবস্থায়, রিট পিটিশন নং-৬০৫৫/২০১৯ মামালার ২৩/০৬/২০১৯ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকার পক্ষের জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিল করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে এর হালনাগাদ তথ্যাদি, না হয়ে থাকলে মহামান্য আদালতে জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিলক্রমে আগামী ৩০/১২/২০১৯ খ্রি: এর মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত (প্রমাণকসহ) করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

১১.১২.১৯
(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) / উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।